কলি-বিচিত্রা

--অরবিন্দ চক্রবর্তী

গতকাল মহর্ষীরা স্বর্গে ফিরে এসেছেন মর্ত্যলোকে তাদের নশ্বর দেহত্যাগ করে। সবাই খুশী হবে নাই বা কেন ! ওরা যে মর্ত্যবাসী হয়ে দীর্ঘকাল থেকে, কলিযুগীয় জ্ঞান আহরন করে এসেছেন। ব্যাপরটা খুলেই বলি।

শ্রী বিষ্ণুর আদেশে কয়েকজন সত্যযুগীয় মুনির আত্মাকে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছিল। শর্ত ছিল কলিযুগের ভারতবর্ষ থেকে এইযুগের জ্ঞান আহরন করা। মুনিরা নিজ নিজ পছন্দমত কেউবা মন্ত্রীপুত্র, কেউ ব্যবসায়ীপুত্র এবং কেউবা ডাক্তারপুত্র হয়ে জন্মেছিলেন। শ্রী বিষ্ণুর ইচ্ছা অনুসারে সকলেই ৯০ বছর করে পৃথিবীতে ছিলেন। আয়ুর অন্তিম লগ্নে ঐ সকল মুনিরা দেহত্যাগ করে আবার স্বর্গে ফিরে এসেছেন। সঙ্গে নিয়ে এসেছেন কলিযুগীয় জ্ঞান।

শ্রী বিষ্ণু আদেশ দিলেন যমরাজকে, ঐ সকল মুনিদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করে রাখতে। সেই অনুযায়ী আজ যমালয়ে বিশাল সভার আয়োজন করা হয়েছে। দেবতাদের সাথে সাথে সকল পাপ পূন্য ধারী আত্মারাও নিমন্ত্রিত।

যথাসময়ে মুনিদেরকে নিয়ে ইন্দ্রের পুষ্পক রথ যমালয়ের সভা মণ্ডপে হাজির। উর্ব্বসীরা নৃত্যগীতের মাধ্যমে আপ্যায়ীত করলেন সবাইকে। কিন্তু মুনিরা কেমন যেন বিমর্ষ। বড় চুপচাপ। বড়ই যেন চিন্তিত।

এবার সভার আসল কাজ শুরু হল। যমরাজ একজন মুনিকে তার কলিযুগীয় জ্ঞানের বর্ণনা দিতে অনুরোধ করলেন। মুনিবর উঠে দাড়িয়ে সভার সবাইকে যথাযোগ্য সম্ভাষন পূর্বক তার বক্তব্য পেশ করতে তৈরী হলেন- "হে ধর্মরাজ, সবাইকে আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাই। আমি পৃথিবীতে মন্ত্রীপুত্র হয়ে জন্মেছিলাম। কিন্তু দেখলুম যে, মন্ত্রীরা সবাই জনতার প্রতিনিধি হয়েও জনতার কাছে তারা কেউ নেই। গদী এবং অর্থই তাদের প্রধান নেশা। ভোটের আগে বাড়ীবাড়ী গিয়ে হাতযোড় করে ভোট প্রার্থনা করেন নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে। কিন্তু ভোট বৈতরনী পার হতে পারলেই সব কিছু ভুলে নিজ আখের গুছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। দেশের শিক্ষা, কৃষ্টি সংস্কৃতি বা সার্বিক উন্নতির জন্য তাদের কোনও মাথা ব্যাথা নেই। দেশের প্রায় সকলেই গরীব কিন্তু মন্ত্রী বা অন্যান্য জননেতারা প্রায় রাতারাতি টাকার কুমীর হয়ে যান। এদের প্রধান কাজ বড়বড় কথা বলা। সবসময় মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে জন সাধারনকে বিভ্রান্ত করা এবং সপরিজন সকল প্রকার সুখ সুবিধা ভোগ করা।"

সভা নিস্তব্ধ। হায়রে ! এই বুঝি কলিযুগের নিয়ম ? আরেকজন মুনি এবার বক্তব্য পেশ করতে উঠলেন। - "হে মহামান্য ধর্মাধিপতি, সবাইকে আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। আমি ব্যবসায়ীপুত্র হয়ে জন্ম গ্রহন করেছিলাম। সেখানে দেখলাম যে ব্যবসায়ীরা যেন একটি ভিন্ন জাত। জনতার মরণ বাচনকে এরা পাত্তাই দেন না। ভেজাল, কালোবাজারী, জাল ঔষধ, জাল নোট, প্রানঘাতী নেশাদ্রব্য ইত্যাদি ব্যবসার জন্য সকলেই উৎসুক। নকল চাহিদা বা নকল অভাব সৃষ্টিতে এরা সিদ্ধ হস্ত। ঘুষের দৌলতে যে কোনও ব্যবসারই অনুমতি সহজলভ্য। জননেতাদের মতো এরাও টাকা এবং নিজ পরিজনের উন্নতি ছাড়া অন্য কিছু ভাবেন না। কু-ব্যবসা করে যারা টাকার কুমীর হয়েছেন তাদেরকে "অভিজাত শ্রেণী" বলে মূল্যায়ন করা হয়। নিজ প্রয়োজনে অবশ্য এরা মন্ত্রী বা নেতা বা সরকারী আমলাদের পা চাটতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না।"

সভার সকলে নির্বাক, নিস্তব্ধ। এ আমরা কি শুনছি ? হায়রে ভারতবর্ষ।

তৃতীয় মুনি উঠলেন এবার তার বক্তব্য পেশ করার জন্য। - হে যমরাজ। আপনারা সকলে আমার শ্রদ্ধা ও প্রনাম গ্রহন করুন। আমি পৃথিবীতে গিয়ে ভারতবর্ষের একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে এক অতি বিত্তশালী চিকিৎসকের পুত্র হয়ে জন্মেছিলাম। আমি লেখাপড়ায় খুব ভাল ছিলামনা। কিন্তু ঘুষের দৌলতে আমার পিতা আমাকে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। এমন কি, প্রতি বছরই ঘুষ ও ডোনেশনের কারণে আমি ভালমত পাশ করে যাই। শেষ পর্যন্ত একজন চিকিৎসক হই। কিন্তু পড়াশুনা ঠিকমত না করার ফলে বিদ্যাটা আঁধখেচড়া ভাবে শেখা হলো আরকী। চিকিৎসক হিসাবে মহাবিদ্যালয়ে প্রতিজ্ঞা পত্র পাঠ করেছিলাম যে- "অর্থ উপার্জন নয়, রোগ নির্মূল

করা এবং মানুষকে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করাই হবে আমার ব্রত"। কিন্তু সকল চিকিৎসকদের মত আমিও প্রতিজ্ঞা ভুলে একসময় টাকার পেছনে ছুটতে আরম্ভ করলাম। নামে বেনামে সেবাশ্রম খুলে দুহাতে রোজগার শুরু করলাম। বিত্তশালী রোগী ছাড়া অন্যান্যদেরকে পাত্তাই দিতাম না। কিন্তু যেদিন আমার হৃদযন্ত্র বিকল হয়েছিল। সেদিন আমার পাশে কেউ ছিল না। ঐ ব্যবসায়ীপুত্র রূপী মুনিবরের ঔষধালয় থেকে ঔষধ এনে খেয়েছি। কিন্তু সে ছিল জাল ঔষধ। সুতরাং মৃত্যু নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। এরই মধ্যে আমার পুত্রদ্বয় সম্পত্তির ভাগ নিয়ে ঝগড়া শুরু করে দেয়। সেটা শুনতে শুনতেই আমি দেহ ত্যাগ করি।"

কলিযুগের কথা শুনে পাপীতাপীরা পর্যন্ত স্তব্ধ হয়ে গেল। কোনও মতে যমরাজ বললেন -"হে মহামান্য মহর্ষিগন। আপনাদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যথাসময়ে সেসব শ্রী বিষ্ণুর গোচর করা হবে। আপনারা সকলেই নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করতে পারেন। আজকের মতো সভা ভঙ্গ হলো।"